উপজেলা পরিষদ
দাকোপ, খুলনা।

জানুয়ারি/২০২৫ মাসে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি : মো: আসমত হোসেন, প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, দাকোপ, খুলনা।
স্থান : উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন।
তারিখ : ২৭/০১/২০২৫ খ্রি:।
সময় : ১২ : ০০ টা।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ পরিশিষ্ট 'ক'
অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দ পরিশিষ্ট 'খ'

সভার শুরুতে প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কোন পরিবর্তন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়। অত:পর দপ্তর ভিত্তিক বিভিন্ন আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র:নং	দপ্তরের নাম	দপ্তরভিত্তিক আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সভায় জানান যে, আগামী ২৮/০১/২০২৫ তারিখ থেকে তিনদিন ব্যাপী উপজেলা কৃষি মেলা শুরু হবে। উপজেলা কৃষি মেলাটি স্বার্থক করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা আহবান জানান। ইতোপূর্বের মাঠ পর্যায়ের কৃষকরা অভিযোগ করছেন, গরু, ছাগল ও ভেড়ার অবাধে বিচরণ বন্ধে যাতে আমন ফসলের ক্ষতি করছে। এ বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। কীটনাশকের অপব্যবহার রোধে মাঠপর্যায়ে মনিটোরিং কার্যক্রম চলমান আছে। রবি ফসলের মৌসুম আসলেই গবাদিপশুর অবাধ বিচরণে বেড়ে যায়। এ বিষয়ে কৃষকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়টি সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। দপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।	কৃষি মেলায় সকলে স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করত: অবাদে গরু-ছাগল বিচরণ বন্ধে স্থানীয়ভাবে প্রচার-প্রচারণা করত: কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান।
২.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়।	উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সভায় জানান যে, ইঞ্জিনচালিত নৌযান দিয়ে মাছ আহরণ করা জেলেদের নদীতে মৎস্য আহরণ করার জন্য অনুমতি গ্রহণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং প্রকৃত জেলে নিবন্ধন হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া নদী ও খালে অবৈধ জাল অপসারণে বিশেষ কম্বিং অপারেশন ২০২৫ বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট/ অভিযান চলমান রয়েছে, এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। এছাড়া অত্র উপজেলায় চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৮ (আট) টি ক্লাস্টার সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান। উপকূলীয় অঞ্চলের অত্যন্ত সম্ভবনাময় ও	আলোচ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার।

		অনাহত রপ্তানীযোগ্য কাঁকড়া চাষে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণসহ পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের নদী ও খালে পেতে রাখা অবৈধনেট-পাটা, চায়না দুয়ারী জাল, বেহুন্দিজাল, কারেন্ট জাল জপনারপে মৎস্য দপ্তরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সম্মানিত ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ ও ইউপি সদস্যকে অনুরোধ করা হয়।		
৩.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জানুয়ারী /২০২৫মাসে তার দপ্তরের অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, সরকারিভাবে কৃত্রিম প্রজনন হিমায়িত সিমেন দ্বারা ৪৯০ মাত্রা। গবাদী পশুর টিকা প্রদান ১,১৭২ মাত্রা। হাঁস-মুরগী টিকা প্রদান ৪,৪০০ মাত্রা। গবাদী পশুর চিকিৎসা প্রদান ১,৬৬৭ টি। হাঁস-মুরগী চিকিৎসা প্রদান ১৩,০০৪ টি। এছাড়া গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা ও গবেষণাগারে প্রেরণ ১০ টি। গবাদিপশু-পাখির ভিজিজ সার্ভিলেন্স (সংখ্যা) ০ টি। ফ্রী ভেটেনারী মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন ২টি। স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ০.৩ একর। খামার ফিডমিল ভ্যাচারী পরিদর্শন করা হয় ০০ টি। রাজস্ব আয়; কৃত্রিম প্রজনন বাবদ ৩৬,৭৫০/- টাকা এবং টিকা বীজ বাবদ ২০,০০০/- টাকা । অন্যান্য ১,১৫০/- টাকা। ৪ টি উঠান বৈঠক করাসহ ভিলডাঙ্গা ইউনিয়নে কাঁকড়াবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ২২২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২০০ মিলি করে বিনা মূল্যে দুধ খাওয়ানো কার্যক্রম চলমান আছে।	আলোচ্য বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণসহ মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকল।
৪.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ।	উপজেলার ডিসেম্বর/২৪ মাসের পরিবার পরিকল্পনা কাজের অগ্রগতিঃ-মোট সক্ষম দম্পতি-৩২৪৬৬ জন, সর্বমোট পদ্ধতি গ্রহণকারী- ২৫৫৫২ জন,পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার-৭৮.৭০%। বিতরণঃ খাবার বড়ি(সুখী)-৯৬ চক্র,খাবার বড়ি(আপন)-৩৮৬ চক্র, কনডম-৭৭৪০ পিচ,ইনজেকশন-৪৪১ পিচ, ইমপ্লান্ট-৯০ টি, আই ইউ ডি ১৩ টি বিতরণ করা হয়েছে।খাবার বড়ি পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় বিতরণ কম হয়েছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাঃ দাকোপ উপজেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ডিসেম্বর/২৪ মাসে গর্ভবতী সেবাঃ ৫৯ জন, গর্ভোত্তর সেবাঃ ২৬ জন, শিশু সেবাঃ ৩৩৪ জন, সাধারণ রোগী সেবাঃ ১৭৫৬ জন ।এছাড়া লাউডোব মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও	আলোচ্য বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণসহ লক্ষ্যে কাজের ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকল।

CamScanner

		পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ০৩ টি স্বাভাবিক ডেলিভারী হয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে।		
৫.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সভায় জানান যে, ভিজিডি এর ২০২৫-২৬ চক্রের অনলাইন আবেদন শুরু হয়নি। মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির জানুয়ারি/২০২৫ মাসের ৯টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার মোট= ৯০জন উপকারভোগীর ডাটাবেজ সম্পন্ন হয়েছে। কিশোর কিশোরী ক্লাব কার্যক্রমের আওতায় ২০২৫ সালের জন্য ১০টি ক্লাবের জন্য ৩০০ জন নতুন সদস্য ভর্তি সম্পন্নসহ ক্লাস কার্যক্রম চলমান। পানখালি ইউনিয়নে ২টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নে ০১টি ও বানিশান্তা ইউনিয়নে ০১টি মোট= ২টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে। উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলা বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসহ দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	আলোচ্য বিষয়ে কাজের ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকল।
৬.	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বয়স্ক ভাতা-১০৯৭৩ জন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা-৬৩৭০ জন, প্রতিবন্ধীশিক্ষা উপবৃত্তি-১১৪ জন, বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি-৩২জন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি-৪৪ জন, প্রতিবন্ধী ভাতা-৩২৯৩ জন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা-১২৪ জন, বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষভাতা কর্মসূচি-৩০ জন উকোরভোগী অত্র উপজেলা থেকে সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে মৃত/নিরুদ্দেশ ভাতা ভোগীদের প্রতিস্থাপন জনিত কারণে ৪২৮ জন ব্যতীত সকল উপকারভোগীর নগদ নম্বরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ২য় কিস্তির ভাতার অর্থ ইতোমধ্যে পেয়েছেন। ইউনিয়ন কমিটি হতে প্রতিস্থাপন তালিকা পাওয়া গেলে নতুন উপকারভোগীদের তালিকা উপজেলা কমিটিতে চূড়ান্ত করত: তাদের নগদ নম্বরে ভাতার অর্থ প্রেরণ করা হবে। সকল দপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তার সকল কর্মসূচির উপকারভোগীদের প্রতারক চক্র নানা ভাবে যেমন: নম্বর ক্লোন করে, ওটিপি সংগ্রহ করে, পিটুপি ইত্যাদি অত্যাধুনিক অপকৌশল ব্যবহার করে উপকারভোগীদের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে । এ বিষয়টি সম্মিলিতিভাবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ মাইকিং করে জনগণকে সচেতন করে তুললে উপকার ভোগীরা বেশ উপকৃত হবে।	আলোচ্য বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণসহ প্রতারক চক্রের বিষয়ে সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণ বিষয়টি এলাকাবাসীকে সতর্ক করার বিষয়ে প্রচার প্রচরণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য (সকল)।

CamScanner

		প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৬ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুদানের আবেদন পাওয়া গেছে এবং তা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এনডিডি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তার আবেদন পাওয়া গেছে এবং তা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ৩১/০১/২০২৫ তারিখের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হবে।		
৭.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সভায় জানান যে, চলতি অর্থবছরের চলমান মাসে ১৮-৩৫ বছর বয়স্ক বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৩০ জন করে ০৭ দিন মেয়াদী ০২ টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ০৯ টি ব্যাচে মোট ২৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আগামী ০২ মাসে প্রত্যেক মাসে ০২ টা করে ব্যাচের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সেমোতাবেক যে এলাকায় আগ্রহী যুবদের পাওয়া যাবে সেই এলাকায় স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভরকরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে সম্মানিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্যানেল চেয়ারম্যান মহোদয়দের সহযোগিতা কামনা করছি। আপনাদের এলাকায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণে আগ্রহী যুবদের ৩০ জনের ব্যাচ প্রস্তুত হলে, আমরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবো। তাছাড়া লক্ষমাত্রা অনুযায়ী জেলা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ করা হয়। সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী যুব ঋন বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খেলাপী আদায়ে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে উপজেলা ঋণ কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	আলোচ্য বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণসহ ঋণ আদায়ের ক্রমপুঞ্জিত হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।
৮.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সভায় জানান যে, ২০২৪-২৫ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে ৯০টি প্রকল্পের জন্য কাবিটা এবং ২০টি প্রকল্পের গমের বরাদ্দ পাওয়া গেছে এছাড়া ২০২৪-২৫ ১ম পর্যায়ে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৪৫ টি প্রকল্পের জন্য টি,আরের নগদ	আলোচ্য বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব সকল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

		অর্থ ও কাবিখা'র ২০টি প্রকল্পের জন্য গমের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।		
৯.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়।	সভায় উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জানান যে, বারুইখালী আশ্রয়ণ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের মধ্যে এ পর্যন্ত মোট ৩৩,৬৬,৫০০/- (তেত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৮% সার্ভিস চার্জসহ মোট আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ৩৬,৩৫,৮২০/- হয়। (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটশত বিশ) টাকা। ঋণ আদায়ের পরিমাণ আসল ৩০,৭১,৩৫১/- টাকা ও সার্ভিস চার্জ ২,৪৫,৭০৯/- টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯১%। ৩৮ জন সদস্যের নিকট ৩,১৮,৭৬০/- ঋণ অনাদায়ী রয়েছে।	আশ্রয়ণ কমিটির সভাপতি মহোদয়ের মাধ্যমে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত ব্যবস্থা ও গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত।	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা।
১০.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর দপ্তর : উপজেলা পরিষদ মাঠের পূর্ব দিকের উত্তর পাশে একটি পানির প্লান্ট হাইসোয়া কর্তৃক প্রচুর অর্থ ব্যয়ে পানির প্লান্টটি নির্মাণ করা হয় । প্লান্টটি স্থাপনের পর ৫/৬ মাস যাবত উক্ত পানির প্লান্ট দিয়ে জনসাধারণের নিকট প্রতি লিটার পানি নামমাত্র মূল্যে পানি সরবারহ করা হতো। এর পর দীর্ঘদিন যাবত এটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এটি মেরামত/সংস্কার না করা হলে প্লান্টটি একবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি প্লান্টটি মেরামত/সংস্করের আবেদন করেন।	পানির প্লান্টটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্লান্টটি সংস্কার/মেরামত করলে চালু হবে কি না , ব্যয় কত হতে পারে , মেরামত করলে ঐ প্লান্ট দিয়ে প্রতিদিন কত লিটার পানি সরবরাহ করা যাবে, মাসিক বিদ্যুৎ বিল কত লাগতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ঠ মতামতসহ প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,দাকোপ কে অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী।
১১.	দাকোপ সাব-জোনাল অফিস, খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।	উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি জানান যে, দাকোপ সাব-জোনাল অফিসের ৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং দাপ্তরিক কাজে প্রতিনিয়ত দাকোপ উপজেলার বিভিন্ন এলাকাসহ সমিতির প্রধান কার্যালয় ঠিকরাবন্দ, খুলনাতে যাওয়া-আসা করতে হয়। জরুরী বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের জন্য তাদের বরণপাড়া ঘাট, পোদ্দারগঞ্জ ঘাট এবং দাকোপ ঘাট পার হতে হয়। উপরোক্ত ঘাট এবং খেয়া পারাপারের খরচ তাদের নিজেদের বহন করতে হয়। যার কারনে তাদের বেতনের অনেকাংশ টাকা নদী পারাপারে ব্যয় হয়। এ বিষয় দাকোপ সাব-জোনাল অফিসের ৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ঘাট ও খেয়া পারাপার ভাড়া	আলোচ্য বিষয়ে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী।

CamScanner

		মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন এবং বিষয়টি বিবেচনা পূর্বক জরুরী বিদ্যুৎ সরবাহের কাজে নিয়োজিত দাকোপ সাব-জোনাল অফিসের ৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ঘাট ও খেয়া পারাপার ভাড়া মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান।		
১২.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তার কার্যালয়।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা।
১৩.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে		উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১৪.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।
১৫.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা।
১৬.	পল্লীসঞ্চয় ব্যাংক।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		শাখা ব্যবস্থাপক, পল্লীসঞ্চয় ব্যাংক।
১৭.	উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর ।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান (সকল)
১৮.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।
১৯.	উপজেলা দারিদ্র বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয়।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		উপজেলা দারিদ্র বিমোচন কর্মকর্তা।
২০.	উপজেলা বন বিভাগ।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		উপজেলা বন কর্মকর্তা।
২১.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
২২.	চেয়ারম্যান ১ নং পানখালী ইউপি।	চেয়ারম্যান ১ নং পানখালী ইউপি বলেন, পানখালী জাবেরের খেয়াঘাঠে নদী ভাঙ্গনের অবস্থা খুবই খারাপ। জরুরীভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।	আলোচ্য বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকৌশল ও ইউপি চেয়ারম্যান।

CamScanner

২৩.	চেয়ারম্যান, ২ নং দাকোপ, ইউপি।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান।
২৪.	প্যানেল চেয়ারম্যান, ৩ নং লাউডোব ইউপি।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান।
২৫.	প্যানেল চেয়ারম্যান, ৪ নং কৈলাশগঞ্জ ইউপি।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান।
২৬.	চেয়ারম্যান ৫ নং সুতারখালী ইউপি।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান।
২৭.	চেয়ারম্যান ৬ নং কামারখোলা ইউপি।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান।
২৮.	চেয়ারম্যান ৭ নং তিলডাঙ্গা ইউপি।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান।
২৯.	চেয়ারম্যান ৮ নং বাজুয়া ইউপি।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান।
৩০.	চেয়ারম্যান ৯ নং বানিশান্তা ইউপি।	দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।		ইউপি চেয়ারম্যান।

বিবিধ আলোচনা :

১) ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নদী, খাল ও বিল ইত্যাদি প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য ফেলা হচ্ছে এর ফলে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীসহ পরিবেশের ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বিষয়টি সমাধানের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বলেন, চলমান মৌসুমে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে মর্মে কৃষকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি রাস্তার উপরে গবাদিপশুর মলসহ (গোবর) কষ্টদায়ক মালামাল রেখে কিছু অসচেতন মানুষ রাস্তা ব্লক করে রাখছে, যে কোনো সময়ে একটি বড় ধরণের দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বিরাজ করছে। উক্ত বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

সিদ্ধান্ত: অবাধে গবাদিপশু বিচরণ করানো যাবে না এবং সরকারি রাস্তার উপর গরু-ছাগল, ভেড়া বাধা, গোবর রখাসহ কোনো প্রকারের কষ্টায়ক মালামাল রাখা যাবেনা। এ বিষয়ে সকল ইউনিয়ন পরিষদকে ১ম পর্যায়ে জনসাধরণকে সচেতন কারার লক্ষ্যে ব্যপক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে মাইকিং করাসহ বিধি নিষেধ আরোপ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২)সভায় টিআর/কাবিখা/কাবিটা এবং এডিপিসহ উপজেলা পর্যায়ে সকল বরাদ্দের প্রকল্প তালিকা প্রেরণের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি মিটিংএ প্রস্তাব আনতে হবে অত:পর ইউনিয়ন পরিষদের রেজুলেশনে বিষয়টির অনুমোদনপূর্বক উপজেলা পরিষদে পাঠানোর বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৩) চেয়ারম্যান, সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ,দাকোপ সভায় জানান, দুর্যোগ কবলিত ঘুর্নিঝড় আইলায় ও রেমালে সুতারখালী ইউনিয়নটি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য ০৮টি প্রকল্প বাস্তায়নের জন্য পৃথক পিআইসি গঠন করে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ২,০০,০০০/- হারে ১৬,০০,০০০/- ষোল লক্ষ) টাকা পাওয়ার জন্য ০৩/১২/২০২৪ খ্রি. তারিখে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত : সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে উপজেলা পরিষদের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% তহবিল থেকে ১৬,০০,০০০/- টাকা চেয়ারম্যান, সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ বরাবরে চেক ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের কাজ

CamScanner

বাস্তবায়নের পর চেয়ারম্যান সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পিআইসি সভাপতি বরাবর ২,০০,০০০/-(দুইলক্ষ) টাকা হারে আইন ও বিধি মোতাবেক (ভ্যাট ও আয়কর কর্তনসহ) প্রদান করবেন এবং গৃহীত প্রকল্পের প্রাক্কলনসহ খরচের ভাউচার সমন্বয়পূর্বক সংরক্ষন করবেন।

৪) চেয়ারম্যান, সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ, দাকোপ সভায় আরো জানান যে, এ উপজেলার ০৯টি ইউনিয়নের মধ্যে সুতারখালী ইউনিয়নটি অনগ্রসর। দুর্যোগ কবলিত ঘুর্নিঝড় আইলায় ও রেমালে সুতারখালী ইউনিয়নের কালাবগী গ্রামে ও সুতারখালীতে ০২টি প্রকল্পের (ইটের সোলিং) কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৯,০০,০০০/- টাকা হারে ১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ) টাকা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের ২৪/১২/২০২৪ খ্রি. তারিখের সভার কার্যবিবরণী সভায় দাখিল করেছেন।

সিদ্ধান্ত : সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আন্তঃ ইউনিয়ন খেয়াঘাটের জমাকৃত ৯০,১০,৭৩৮/- টাকার ২০% অর্থ ১৮,০২,১৪৮/- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনগ্রসর ইউনিয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদানের জন্য উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখা হয়। জমাকৃত টাকা থেকে ১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ) টাকা প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ৯,০০,০০০/- টাকা হারে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে আরএফকিউ পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের নিমিত্তে চেয়ারম্যান, সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ বরাবরে চেক ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পর চেয়ারম্যান সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি বরাবর ৯,০০,০০০/-(নয়লক্ষ) টাকা হারে আইন ও বিধি মোতাবেক (ভ্যাট ও আয়কর কর্তনসহ) প্রদান করবেন এবং গৃহীত প্রকল্পের প্রাক্কলনসহ খরচের ভাউচার সমন্বয়পূর্বক সংরক্ষন করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

২৭/০১/২৫
মো: আসমত হোসেন
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ, দাকোপ, খুলনা।
ও
সভাপতি
উপজেলা পরিষদ, উন্নয়ন সমন্বয় সভা
দাকোপ, খুলনা।

স্মারক নং- ৪৬.৪৪.৪৭১৭.০০৩.০৩.০০১.২৫. ৫২ (৫০)

তারিখ ১৩ মাঘ ১৪৩১বঙ্গাব্দ
২৭ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি:

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, এল জি ই ডি/ পানি উন্নয়ন বোর্ড/ সড়ক ও জনপথ বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. জেলা প্রশাসক, খুলনা।
৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, এল জি ই ডি/ পানি উন্নয়ন বোর্ড/ সড়ক ও জনপথ বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।
৬. সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, (রাজনৈতিক শাখা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রশাসক, চালনা পৌরসভা, দাকোপ, খুলনা।
৮. উপজেলা .....অফিসার (সকল), দাকোপ, খুলনা।
৯. চেয়ারম্যান ..... ইউনিয়ন পরিষদ (সকল), দাকোপ, খুলনা।
১০. অফিস কপি।

২৭/০১/২৫
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দাকোপ, খুলনা।
unodacope@mopa.gov.bd

CamScanner